যুগান্তর

তারিখ 06 MAY 2018
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

ইবি প্রো-ভিসির যৌন কেলেংকারি

৯ বছরেও শেষ হয়নি লিপি হত্যার বিচার

যুগান্তর রিপোর্ট

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি প্রফেসর ড. শাহিনুর রহমানের বিরুদ্ধে বেশ আগে থেকেই যৌন কেলেংকারির অভিযোগ রয়েছে। তার এ অভিযোগ অনেক পুরনো হলেও বর্তমানে সেটি আবার আলোচনায় এসেছে। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের খোদ আওয়ামীপন্থী শিক্ষক-কর্মকর্তারা ড. শাহিনুর রহমানের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর দফতরসহ সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ে তার যৌন কেলেংকারির ডকুমেন্টস পাঠায়। সেই থেকে তার বিরুদ্ধে ওঠা যৌন কেলেংকারির বিষয়টি আবারও আলোচনায় আসে। অভিযোগ রয়েছে, তার যৌন লালসার শিকার হয়ে নিজ বিভাগের ছাত্রী তানজুর নাহার লিপি আত্মহত্যা করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগ, আওয়ামীপন্থী শিক্ষক-কর্মকর্তা এবং তার ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা যায়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি প্রফেসর ড. শাহিনুর রহমান এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক হিসেবে ১৯৯১ সালে যোগদান করেন। এরপর থেকে তিনি বিভাগে নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে প্রথমে শিক্ষকদের মধ্যে গ্রুপিং সৃষ্টি করেন। পরে বিভাগীয় শিক্ষক রাজনীতিকে কব্জায় এনে তিনি সর্ব ক্ষেত্রে মনিটরিং করতে থাকেন। বিভাগে কোনো সেশনে কে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হবেন সেটাও শাহিনুর রহমানের হাত দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হতো।

প্রো-ভিসি প্রফেসর ড. শাহিনুর রহমান যুগান্তরকে বলেন, আমার বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ মিথ্যা ও বানোয়াট। একটি মহল আমার সামনে যখনই কোনো সুযোগ আসে তখনই আমার বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ আনে। তানজুর নাহার লিপি হত্যার বিষয়ে তিনি বলেন, ওই ছাত্রী ৪র্থ বর্ষের একটি বিষয়ে খারাপ করায় আত্মহত্যা করেছে। এখানে আমার কোনো হাত নেই। মহসিন আলীর বহিষ্কারের বিষয়ে তিনি বলেন, ওই ছাত্র বিভিন্নভাবে মেয়েদের উত্ত্যক্ত করত। এ বিষয়ে একটি তদন্ত কমিটি করা হয়। ওই কমিটির সুপারিশে তার ছাত্রত্ব বাতিল করা হয়েছে। এখানেও আমার কোনো হাত নেই। আমার স্ত্রীর সঙ্গেও তার কোনো সম্পর্ক ছিল না।